**Leaflets published from AICRP (G), BBG-Kolkata Unit.**

| Sl. No | Title | Year of Publications |
|---|---|---|
| 1. | " Bangler Kalo Chhagal Nirbachan O Prajanan Byabastha" Editors: Prof P K Senapati, Dr Manoranjan Roy, Dr Uttam Sarkar and Dr Santanu Bera (Booklet written in Bengali) | 2016 |

# বাংলার কালো ছাগল নির্বাচন ও প্রজনন ব্যবস্থা

পশ্চিমবাংলার জলবায়ু ও গ্রামীন পরিকাঠামোতে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলার কালো ছাগল পালন সর্বোৎকৃষ্ট।

বাংলার কালো ছাগলের নিজস্ব গুণাবলীগুলি বিভিন্ন প্রজাতির সাথে সংমিশ্রণের ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত নির্বাচন ও প্রজননের মাধ্যমে তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সর্বভারতীয় সুসংহত ছাগ মানোন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে হলেও প্রকল্পটির গবেষণালব্ধ ফলের নিরিখে ছাগল চাষী ভাইদের স্বার্থে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ করে সঠিকভাবে ছাগল নির্বাচন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রজনন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হল। এছাড়াও রয়েছে সঠিক পরিচর্যা, খাদ্য, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি। সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিই বাংলার কালো ছাগলের মানন্নোয়নের মূল চাবিকাঠি।

● **ছাগল নির্বাচন ঃ** সঠিক গুণমান সম্পন্ন বাংলার কালো ছাগল (Black Bengal Goat) নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব বাহ্যিক গুণাবলীর দিকে নজর দিতে হবে। সেগুলি যথাক্রমে —

- এই ছাগলগুলি আকারে ও আয়তনে খুবই ছোট হয়।
- এরা সাধারণত কালো, সাদা, বাদামী ও এই রংগুলির সংমিশ্রণে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কালো রঙের ছাগলকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া দরকার।
- এদের শরীর গোলাকৃতি, শক্তপোক্ত হয়। পাগুলি ছোট ও মজবুত হয় এবং শিরদাঁড়াটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়।
- উল্লেখযোগ্যভাবে কানগুলি ছোট ও খাড়া হয়।

● **বাহ্যিক গুণাবলী ছাড়াও বয়স, ওজন ও বংশ পরিচিতি** ছাগল নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

- যে স্ত্রী ছাগলটি নির্বাচন করতে হবে তার বয়স ও ওজন যথাক্রমে ৯-১২ মাস ও ১০-১৩ কেজি হওয়া প্রয়োজন। ৭ বছর পর্যন্ত প্রজননে ব্যবহার করা দরকার।
- স্ত্রী ছাগলের ক্ষেত্রে একবার বাচ্চা দিয়েছে অথবা বাচ্চা দেবে এরকম ছাগল নির্বাচনই ভালো। পালান অবশ্যই ছাগলের আকারের সাথে মানানসই হবে।
- পুরুষ ছাগলের ক্ষেত্রে প্রজনন ক্ষমতার সঠিক পরিস্ফুটন ঘটে ১২-১৮ মাসের মধ্যে ও ওজন দরকার ১২-১৫ কেজি। ৫-৬ বছর পর্যন্ত প্রজননে ব্যবহার করা যায়।
- উভয় লিঙ্গের একান্ত জরুরী বিষয় হলো — দুই বা তিন ভাইবোনের অংশীদার ছাগলকেই নির্বাচনে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কেবলমাত্র সুস্থ, সবল ও ভাল চেহারার স্ত্রী ও পুরুষ ছাগলকে প্রজননের জন্য রেখে দিতে হবে। বাকী পুরুষ ছাগলকে খাসি করিয়ে দিতে হবে।

**বাংলার এই ছাগলটি যদিও পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই পাওয়া যায়। তথাপি পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল (উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর), নদীয়া ও মুর্শিদাবাদেই এদের বেশী দেখা যায়।**
**সঠিক তথ্যের জন্য হাটের পরিবর্তে চাষীবাড়ী থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেই সর্বাধিক গুণসম্পন্ন ছাগল পাওয়া যাবে।**

## বিজ্ঞানসম্মত প্রজনন ব্যবস্থা ঃ

- ছাগলকে সারাবছর প্রজনন করানো বা পাল খাওয়ানো যায়।
- ঠিকমত প্রজনন করালে এরা বছরে দুবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারেই প্রায় একাধিক বাচ্চা প্রসব করে।
- স্ত্রী ছাগল ১৮-১৯ দিন অন্তর গরম হয় এবং ১-২ দিন গরম থাকে। গরম অবস্থার শেষের দিকে ছাগলকে প্রজনন করালে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
- ছাগলের গর্ভাবস্থা সাধারণত ১৪৫-১৫২ দিন হয়।
- ছাগলটি গর্ভবতী হলে বাচ্চা প্রসবের আগে আর গরম হয় না।
- ৯-১২ মাসের স্ত্রী ছাগল প্রজননের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়।
- প্রজননক্ষম পুরুষ ছাগলের বয়স যাতে ১২-১৮ মাসের নীচে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং বছরে বছরে তার পরিবর্তন করা উচিত।
- সাধারণত ৯-১০ বার বাচ্চা দেওয়ার পর স্ত্রী-ছাগলকে প্রজননের কাজে ব্যবহার না করাই ভালো।

## প্রজননক্ষম স্ত্রী ছাগলের পরিচর্যা ঃ

- ছাগলকে সবসময় বেঁধে না রেখে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ উন্মুক্ত বাতাসে বিচরণ ছাগলের প্রজনন ক্ষমতার অনুকূল।
- সকালবেলায় ছাগল ছাড়ার সময় পাঁঠার সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে কোন ছাগীগুলি গরম হয়েছে।
- ছাগল যথাসময়ে গর্ভবতী না হলে, কয়েকদিন খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ তা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বসন্তকালে ছাগলকে মাঠে চরতে দিতে হবে। রৌদ্রের তাপ ও উপযুক্ত বায়ু পেলে ছাগলের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

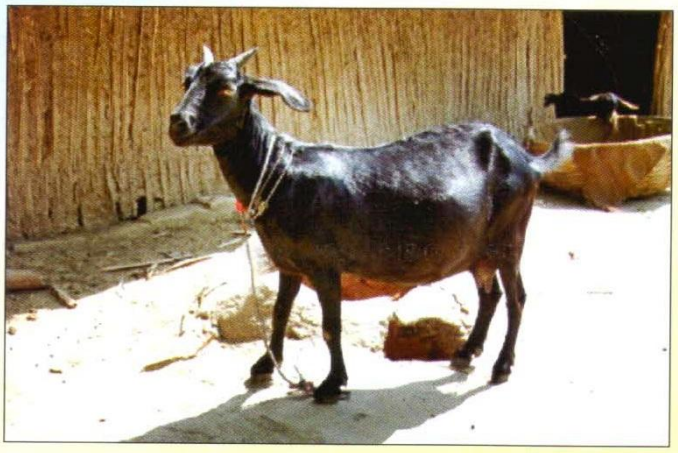

- ছাগলকে ভাতের ফ্যানের সঙ্গে সরষের খোল খেতে দিতে হবে। এতেও প্রজনন ক্ষমতা বাড়ে।

**বাংলার কালো ছাগল আমাদের নিজস্ব সম্পদ। ছাগচাষী ভাইদের স্বার্থে এর নিজস্বতা সংরক্ষণ খুবই জরুরী। মনে রাখবেন অন্যজাতের ছাগলের সাথে বাংলার কালো ছাগলের সংমিশ্রন ঘটলে কালো ছাগল তার নিজস্বতা হারায়।**

ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
লেখায় ঃ **ডঃ পি. কে. সেনাপতি, ডঃ মনোরঞ্জন রায়, ডঃ উত্তম সরকার ও ডঃ শান্তনু বেরা**। সর্বভারতীয় সুসংহত ছাগ মানন্নোয়ন গবেষণা প্রকল্প।